❀ বেহেশ্‌ত ❀

"বেহেশত্‌ তৈরী করা হয়েছে সোনা ও রুপার ইট দিয়ে, এর পাথর গুলো মণি মুক্তার আর এর কাদা হলো জাফরানের । যে কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে, চিরদিন সেখানে আল্লাহ্‌ পাকের অশেষ রহমত আর শান্তিতে বসবাস করতে থাকবে । সেখানে তার কোন অভাব থাকবে না, অনাদিকাল সেখানে বসবাস করতে থাকবে তবুও কোন দিন মৃত্যু তাকে আর স্পর্শ করবে না । তার পরিধেয় ও যৌবন সবসময় অমলীন থাকবে ।" - আহ্‌মাদ, তিরমিজী ।

"তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত । এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্‌ ও রসূলগণের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদের জন্য । এটা আল্লাহ্‌র কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন । আল্লাহ্‌ মহান কৃপার অধিকারী ।" - ২১ সূরা আল-হাদীদ ।

"বেহেশতের এক'শ টি স্তর আছে, যার প্রত্যেকটিতেই পৃথিবীর সমগ্র জনগোষ্ঠির স্থান সংকুলান সম্ভব ।"- তিরমিজী ।

"তোমাদের মধ্যে যে উত্তম রূপে ওযু করবে এবং পড়বে ' আশ্‌হাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারিকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্‌দুহু ওয়া রাসুলুহু' বেহেশতের ৮ টি দরজাই তার জন্য খোলা হবে ।" -মুসলিম ।

এ থেকে বোঝা যায় যে বেহেশতের দরজা ৮ টি । এদের নাম হলো- বাব উস্‌ সালাত (নামাযীদের জন্য), বাব উল্‌ জিহাদ (ধর্ম যোদ্ধাদের জন্য), বাব উস্‌ সদ্‌কা (দানকারীদের), বাব উর রায়আন (রোজাদারদের), বাব উল্‌ হজ্জ (হাজীদের), বাব উল্‌ আইমান (আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরকারীদের), বাব উল্‌ জিকির (জিকিরকারীদের) ও অষ্টমটি রাগ দমনকারীদের জন্য ।

"যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে । যখন তারা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে জান্নাতে পৌঁছুবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদা সর্বদা বসবাসের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর । তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে এ ভূমির উত্তরাধিকারী করেছেন । আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব । মেহ্‌নতকারীদের পুরস্কার কতই চমৎকার ।" - ৭৩, ৭৪ সূরা আল-যুমার ।

"তারা বলবেঃ আল্লাহ্‌ শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন । আমরা কখনও পথ পেতাম না , যদি আল্লাহ্‌ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন । আমাদের প্রতিপালকের রসূল আমাদের কাছে সত্যকথা নিয়ে এসেছিলেন । আওয়াজ আসবেঃ এটি জান্নাত । তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে ।"
- ৪৩, সূরা আল আ'রাফ ।

বেহেশতে কেউ অসুস্থ হবে না । তাদের তৈজষপত্র হবে সোনা ও চাঁদির আর চিরুনী হবে সোনার । তাদের ঘাম হবে সুগন্ধে ভরপুর ও আনন্দদায়ক । সেখানে ঘাম গরমের কারনে হবে না বরং তা হবে খাদ্য দ্রব্য হজমের উপায় হিসেবে । সেখানে দিন রাত্রিও থাকবে না ।

"বেহেশতীরা হবে যৌবন বয়সের, তাদের চোখ হবে কাল বর্ণের আর তাদের কোন দাড়ি থাকবে না । তাদের যৌবন আর পরিধেয় কখনই মলিন হবে না ।" - মুসলিম ।

"মৃত্যুর সময় কারো বয়স যাই থাক না কেন পুনঃউত্থানের সময় তার বয়স হবে ৩০ বছর এবং সেটাই হবে চিরস্থায়ী ।" - তিরমিজী ।

"বেহেশতে এমন একটি গাছ থাকবে, কোন তেজী ঘোড়া এক'শ বছর দৌড়িয়েও যার ছায়া অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না ।" - বুখারী, মুসলিম ।

"সেখানে তাদের জন্য থাকবে ফল-মূল এবং যা চাইবে । করুনাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে 'সালাম' ।" - ৫৭, ৫৮, সূরা ইয়াসীন ।

"তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুকে থাকবে এবং তার ফলসমূহ তাদের আয়ত্তাধীন রাখা হবে ।"-১৪, সূরা আদ-দাহ্‌র ।

"পরহেযগারদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে, তার অবস্থা নিম্নরুপঃ তাতে আছে পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর এবং পরিশোধিত মধুর নহর । তথায় তাদের জন্য আছে রকমারি ফলমূল ও তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ।" - ১৫, সূরা মুহাম্মদ ।

‘‘অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে সজীব, তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট । তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে । তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা । তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝরণা ।’’ - ৮-১২, সূরা আল গাশিয়াহ ।

‘‘তাদেরকে সেখানে পান করান হবে ‘যানজাবীল’ মিশ্রিত পানপাত্র । এটা জান্নাতস্থিত ‘সালসাবীল’ নামক একটি ঝরণা ।’’ - ১৭,১৮ সূরা আদ দাহার ।

‘‘নিশ্চয় সৎলোকগণ থাকবে পরম আরামে, সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে । আপনি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দের সজীবতা দেখতে পাবেন । তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় (রহিকুম মাখতুম) পান করানো হবে ।’’
- ২২-২৫ সূরা আত্-তাতফীফ ।

‘‘নিশ্চয়ই খোদাভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নেয়ামতে, তারা উপভোগ করবে যা তাদের পালনকর্তা তাদের দেবেন এবং তিনি জাহান্নামের আযাব থেকে তাদের রক্ষা করবেন । তাদেরকে বলা হবে ঃ তোমরা যা করতে তার প্রতিফলস্বরুপ তোমরা তৃপ্ত হয়ে পানাহার কর ।’’ - ১৭-১৯ সূরা আত্-তুর ।

‘‘তাদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং যাতে তৃপ্ত হয় । তোমরা তথায় চিরকাল থাকবে ।’’ - ৭১ সূরা আয যুখরুফ ।

‘‘তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম এবং তাদেরকে পরিধান করানো হবে রৌপ্য নির্মিত কংকণ এবং তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন ‘শরাবান-তহুরা’।’’ - ২১ সূরা আদ দাহার ।

‘‘বেহেশতীদেরকে চুনির তৈরী ঘোড়া দেওয়া হবে, তাতে চড়ে তারা যেখানে খুশী সেখানে যেতে পারবে ।’’-তিরমিজী

‘‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না । তাদেরই জন্য আছে বসবাসের জান্নাত । তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহর সমূহ । তাদের তথায় স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে, তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে । চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয় ।’’ - ৩০,৩১ সূরা কাহ্ফ ।

‘‘নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ্ তাদেরকে দাখিল করবেন উদ্যান সমূহে, যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরনী সমূহ প্রবাহিত হবে । তাদেরকে তথায় স্বর্ণ-কংকন ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং তথায় তাদের পোষাক হবে রেশমী ।’’ - ২৩ সূরা হজ্ব ।

‘‘বেহেশতের একটি ধুলিকনা পৃথিবীতে আসলে গোটা পৃথিবী আলোকিত হয়ে যাবে । বেহেশতীদের কংকন সূর্য্যের সামনে আনলে সূর্য্য নিস্প্রভ হয়ে যাবে ।’’ -তিরমিজী ।

‘‘তারা তথায় রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে । উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকটে ঝুলবে । অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে ?’’ - ৫৪,৫৫ সূরা আর রাহ্মান ।

‘‘তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে চির কিশোরগণ । আপনি তাদেরকে দেখে মনে করবেন যেন বিক্ষিপ্ত মণি-মুক্তা ।’’
- ১৯ সূরা আদ দাহার ।

‘‘যারা পরহেযগার, আল্লাহ্র নিকট তাদের জন্য রয়েছে বেহেশ্ত, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত- তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল । আর রয়েছে পরিচ্ছন্ন সঙ্গিনিগণ এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি । আর আল্লাহ্ তার বান্দাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখেন । ’’ - ১৫ সূরা আল-ইমরান ।

‘‘আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি । অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, কামিনী, সমবয়স্কা ডান দিকের লোকদের জন্যে ।’’ - ৩৫-৩৮ সূরা আল-ওয়াক্বিয়া ।

বেহেশ্তী রমণীগণ সমস্ত মানবীয় দূর্বলতার উর্দ্ধে থাকবে । তারা হবে পরম পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও উত্তম স্বভাব সম্পন্না । তারা কখনই তাদের স্বামীর অবাধ্য হবে না । পৃথিবীর বিশ্বাসী নারীগণকে সেদিন পূর্ণ যৌবনা, সতী ও পবিত্র করে উঠনো হবে । তাদেরকে বেহেশ্তী সাজে সজ্জিত করা হবে ।

‘‘হুজুর পাক (সাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্র জন্য এক সকাল অথবা এক বিকাল ব্যয় করা এই পৃথিবী এবং তাতে যাকিছু আছে তার চাইতেও উত্তম । কোন বেহেশতী তরুনীর ঝলক পৃথিবীতে পড়লে সম্পুর্ণ পৃথিবী আলোকিত ও পবিত্র হয়ে যেত । বস্তুত তার ওড়না এই পৃথিবী ও তাতে যা কিছু আছে তার চাইতেও উত্তম ।’’ - তিরমিজী ।

“সেখানে থাকবে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ। তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ। কোন জিন ও মানব পূর্বে তাদেরকে স্পর্শ করেনি। অতএব, তোমরা উভয়ে তোমাদের পালনকর্তার কোন্ কোন্ অবদানকে অস্বীকার করবে?”
- ৭০,৭২,৭৪,৭৫ সূরা আর-রাহ্‌মান।

“তথায় থাকবে আনতনয়না হুরগণ, আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়।” - ২২,২৩ সূরা আল-ওয়াক্বিয়া।

“হুজুর পাক (সাঃ) বলেনঃ যখন কোন মেয়ে মানুষ তার স্বামীকে অমান্য করে ও বিরক্ত করতে থাকে তখন তার জান্নাতী স্ত্রী বলতে থাকেঃ দয়া করে তার উপর অত্যাচার করো না, সেতো তোমার ক্ষনিকের মেহমান, অচিরেই সে আমার কাছে চলে আসবে।” - তিরমিজী।

“হুজুর পাক (সাঃ) বলেনঃ বেহেশতের তরুণীরা মধুর কণ্ঠে গান করবে যা পৃথিবীতে কেউ কোনদিন শোনেনি। তাদের গানের কথা হবে- ‘আমাদের মৃত্যু নাই আমাদের ক্ষয় নাই, আমরা চরম আরামে আর শান্তিতে বসবাস করবো, আমাদের কোন কিছুরই প্রয়োজন হবে না। আমরা আমাদের স্বামীদের সাথে কখনই রাগ করবো না বরং সব সময় তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবো। আস আস যারা আমাদের আর আমরা যাদের।” - তিরমিজী।

“হুজুর পাক (সাঃ) বলেনঃ একজন সাধারন বেহেশতীও হাজার বছরের দূরত্বে থেকে তার বাগান, স্ত্রী, চাকরবাকর ও অন্যান্য জিনিসপত্র দেখতে পাবে। এবং বেহেশতীদের মধ্যে সেই সব চেয়ে উর্দ্ধে যে সকাল বিকাল আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে আলোকিত হবে। তারপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন - ‘সেদিন অনেক মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তার পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে’।” - ২২,২৩ সূরা আল-ক্বেয়ামাহ্‌।

শেষ বেহেশতীঃ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস থাকার কারনে যাকে সব শেষে দোজখ থেকে বের করে আনা হবে সে পেটে ভর করে দোজখ থেকে বের হয়ে আসবে আর দোজখের দিকে তাকিয়ে বলবে- তিনি সর্ব্বোচ্চ মহীমাময় যিনি তোর হাত থেকে আমাকে মুক্ত করেছেন। আল্লাহ্ বলবেন “ যাও বেহেশতে প্রবেশ কর”। সে বেহেশতের কাছ থেকে ফিরে এসে বলবে, ও আল্লাহ্ বেহেশতে তীলমাত্র জায়গাও নাই। আল্লাহ্ বলবেনঃ যাও দোজখে আমি তোমাকে পৃথিবীর দশগুন জায়গা দেব। সে বলবে, ও আল্লাহ্ তুমি কি আমার সাথে তামাশা করছো? এর পর তার সামনে একটি গাছ আনা হবে, সেটা দেখে সে বলবে আমাকে এই গাছের নীচে একটু জায়গা দিন যেন ছায়া ও পানি পেতে পারি। আল্লাহ্ বলবেন তোমার এ আর্জি মঞ্জুর করলে আবার অন্যকিছু চাইবেনা তো? সে বলবে, না আল্লাহ্ আমি আর কিছুই চাইব না। তাকে সেই গাছের নীচে স্থান দেওয়া হবে। এর পর তার সামনে আগের চাইতে ভাল আরেকটি গাছ আনা হবে। সে বলবে ও আল্লাহ্ আমাকে এই নূতন গাছের নীচে জায়গা দিলে আমি আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ্ বলবেন তুমি তো আগেও বলেছিলে তুমি আর কিছু চাইবে না। হয়তো এর পরেও তুমি আরো কিছু চাইবে। সে বলবে না আল্লাহ্ আমি আর কিছুই চাইব না। তাকে ২য় গাছের নীচে জায়গা দেওয়া হবে। সেখানে এসে সে বেহেশতের খুব নিকটে আরো সুন্দর একটি গাছ দেখতে পাবে। সে আবারো বলবে ও আল্লাহ্ আমাকে ঐ গাছের নীচে জায়গা দিন, আমি এর পর আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ্ বলবেন তুমি তো বার বারই এমন বলছো, আমার মনে হয় তুমি আবারো কিছু চাইবে। সে আবারো না চাইবার প্রতিজ্ঞা করবে। আল্লাহ্ তাকে সেই গাছের নীচে আনবেন। এখানে এসে সে বেহেশতীদের মিষ্টি মধুর আওয়াজ শুনতে পাবে। সে লোভে পড়ে যাবে ও বলবে ‘ও আল্লাহ্! একটু ঢুকতে দিন না।’ আল্লাহ্ বলবেন তোমার চাওয়া কি শেষ হবে যদি তোমাকে পৃথিবীর সমান বেহেশত দেওয়া হয়। সে বলবে ও আল্লাহ্ তুমি কি আমার সাথে মজা করছো? এ কথার সময় হুজুর দাঁত বের করে হেসেছিলেন। এর কারন জিজ্ঞেস করা হলে হুজুর বলেন, তখন বান্দার কথা শুনে আল্লাহ্ পাকও হেসে দেবেন। শেষে আল্লাহ্ বলবেনঃ আমি তোমাদের সাথে কোন তামাশা করি না; আমি যা ইচ্ছা করি তাই করার ক্ষমতা রাখি। এর পর তার সমস্ত চাহিদাই পূরণ করা হবে। সে তখন বলবেঃ কাউকেই তা দেওয়া হয়নি যা আমাকে দেওয়া হয়েছে।” - মুসলিম।

“ আপনি যখন সেখানে দেখবেন, তখন নেয়ামতরাজি ও বিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন।” - ২০ সূরা আদ দাহার।

“যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে।” - ৭,৮ সূরা বাইয়্যিনাহ্।

“যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে জান্নাতুল ফেরদাউস। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না।” - ১০৭,১০৮ সূরা কাহ্‌ফ।

“তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানে জান্নাতে কক্ষ দেওয়া হবে এবং তাদেরকে তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে অভ্যর্থনা করা হবে। তথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে। অবস্থান স্থল ও বাসস্থান হিসেবে তা কত উত্তম।”
- ৭৫,৭৬ সূরা আল ফুরকান।

“কিন্তু যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, তাদের জন্য নির্মিত রয়েছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ। এগুলোর তলদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতির খেলাফ করেন না।” - ২০ সূরা আল-যুমার।

'' আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে , অবশ্যই আমি প্রবিষ্ট করাব তাদেরকে জান্নাতে যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহর সমূহ । সেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল । সেখানে তাদের জন্য থাকবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন স্ত্রীগণ । তাদেরকে আমি প্রবিষ্ট করবো ঘন ছায়ানীড়ে ।'' - ৫৭ সূরা আন্-নিসা ।

''আর তারা বলবে- সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন । নিশ্চয় আমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল, গুনগ্রাহী । যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের গৃহে স্থান দিয়েছেন, তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না ক্লান্তি ।'' - ৩৪,৩৫ সূরা ফাতির ।

''অতঃপর তারা একে অপরের দিকে মুখ করে জিজ্ঞাসাবাদ করবে । তাদের একজন বলবে, আমার এক সঙ্গী ছিল । সে বলত, তুমি কি বিশ্বাস কর যে, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখনও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হব? আল্লাহ্‌ বলবেন, তোমরা কি তাকে উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? অতঃপর সে উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে । সে বলবে, আল্লাহ্‌র কসম তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই করে দিয়েছিলে । আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ না হলে আমিও যে গ্রেফতারকৃতদের সাথেই উপস্থিত হতাম ।'' -৫০-৫৭ সূরা আস সাফফাত

''কেউ জানে না তার জন্যে কৃতকর্মের কি কি নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে ।'' - ১৭ সূরা সেজদাহ্‌ ।

''বেহেশতে সামান্য পা রাখার জায়গার মর্যাদাও সূর্য্য দ্বারা আলোকিত বিস্তীর্ণ এলাকার চাইতে বেশী ।'' -বুখারী ।

পবিত্র কোরানে আল্লাহ্‌ পাক বলেছেন- ''জান্নাতের বিনিময়ে আমি ঈমানদারদের জান ও মাল কিনে নিয়েছি''। অতএব আমাদের উচিত কোরান ও সুন্নাহ্‌ মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালিত করে বেহেশত অর্জন করা । কিন্তু নামাযের সময়ে ঘুমিয়ে থেকে, রোজার মাসে রোজা না রেখে, অর্থের প্রেমে পড়ে হজ্জ ছাড়াই মৃত্যু বরন করে, অসৎ ব্যবসা করে, অন্যের টাকা আত্মসাৎ করে, কোরান হাদিস শেখাকে সেকেলে মনে করে, দুর্বলের উপর অত্যাচার করে, এতিমের মাল আত্মসাৎ করে, নফল আদায়কে বিরক্তের কাজ মনে করে ও সর্ব্বোপরি আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত থেকে বেহেশতের আশা করাটা নিতান্তই বোকামি । হাদিসে আছে ''দোজখ ঘেরা রয়েছে সমস্ত কামনা বাসনার পূর্ণতা দিয়ে আর বেহেশত রয়েছে কষ্ট সহিষ্ণুতার মাঝে ।''

''সে'ই জ্ঞানী যে নিজের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রনে রাখে ও আখেরাতের জীবনের জন্য ভাল কাজ করে; বোকা সে'ই যে নিজের মনমত জীবন পরিচালিত করে অথচ আল্লাহ্‌র উপর ঈমানের দাবী করে ।'' - তিরমিজী ।

মানুষ যখন দুনিয়ার কোন লাভের জন্য কোথাও ভ্রমনে যায়, বহু আগে থেকেই সে তার প্রস্তুতি করে, সময়মত ঠিক জায়গায় পৌঁছার জন্য সবরকম ত্যাগ ও কষ্ট শিকার করে । অসীম জীবনের দিকে মৃত্যু পথযাত্রীদেরও এখান থেকে শিক্ষা গ্রহন করে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত নিজের জীবন পরিচালিত করা উচিত । কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পৃথিবী অর্জনের জন্য আমরা যে কোন কষ্ট হাসিমুখে বরন করে নেই অথচ আমাদেরই অনন্ত জীবনের জন্য আমরা কোন ত্যাগ তো দূরে থাক তার কথাও শুনতে রাজী নই । এ ক্ষতি আর কারো নয় শুধু আমাদেরই । আমরা সজ্ঞানে আমাদের প্রতিদান দিবসের ফল আমরা নিজেরাই গড়ে নিচ্ছি । হে আল্লাহ্‌ !আমরা তোমারই মুখাপেক্ষি, আমরা তোমারই কাছে হেদায়েত চাই । হে আল্লাহ্‌ ! সময় থাকতে তুমি আমাদের সরল পথ দেখাও ।

বেহেশত সম্পর্কীত আরো যে সব আয়াতের তর্জমা ও তফসীর দেখা যেতে পারে - (২: ২৫) (১০: ৯-১০) (১৩: ২২-২৪, ৩৫) (১৫: ৪৫,৪৭,৪৮) (৩৭: ৪৪-৪৯) (৩৮: ৫১) (৪৪: ৫৪-৫৭) (৫১: ১৫-১৬) (৫২: ২৩-২৫-২৮) (৫৫: ৪৬-৭৮) (৫৬: ১০-৪০) (৭৬: ৫,৬,১২,১৩,১৫,১৬) (৭৭: ৪১-৪২) (৭৮: ৩১-৩৪) (৮৮: ১৩-১৬) ।

১২তম মাহ্‌ফিল
৩২০৮-৩ ম্যাসি স্কোয়্যার
রবিবার, ১১ই জুলাই, ১৯৯৯
২৬শে রবিউল আউআল, ১৪২০
২৭শে আষাঢ়, ১৪০৬ ।